রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ৬, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৪১০/১লা ডিসেম্বর ২০০৩

এস,আর,ও নং ৩৩০-আইন/২০০৩—বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬৪তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্দ্বারা বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরিউক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ২ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) "আপীল" অর্থ বিধি ৬০খ এর অধীন দায়েরকৃত কোন আপীল;

(খ) বিধি ২ এর দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘঘ) "নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ বিধি ৬০ক এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(গ) বিধি ৫৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৫৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**৫৪। নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা।**—নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন একপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে অথবা কোন আপীল এক নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অপর

মূল্য ঃ ২.০০ টাকা মাত্র

কোন নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে এবং যে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে বা নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালে উহা বদলী করা হয় সেই নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপীল যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচার কার্য চালাইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্বাচনী দরখাস্ত যে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল, বা ক্ষেত্রমত কোন আপীল যে নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল, উপযুক্ত মনে করিলে ইতোপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবে।";

(ঘ) বিধি ৬০ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৬০ক, ৬০খ ও ৬০গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬০ক। নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।**—নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত এলাকার জন্য, জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিবেন।

৬০খ। আপীল।—কোন নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা উক্ত নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষভুক্ত কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৬০গ। নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও অনুসরণীয় পদ্ধতি।—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন দেওয়ানী আপীল আদালতের যেই সকল ক্ষমতা রহিয়াছে কোন আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালের উক্তরূপ একই ক্ষমতা থাকিবে এবং নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল, এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, উক্ত Code এ বিধৃত পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিবে।";

(ঙ) বিধি ৬১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬১। নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল।**—(১) নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীলের বিচার চলাকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী বা আপীলকারী উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) দরখাস্তকারী বা আপীলকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীলটি বাতিল হইয়া যাইবে।";

(চ) বিধি ৬২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৬২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬২। খরচ।**—নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচন আপীল ট্রাইবুন্যাল এই বিধিমালা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করিলে, খরচ সম্পর্কে উহার বিবেচনামতে যথোপযুক্ত আদেশও দিতে পারিবে এবং যেইক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হইবে; এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট দিনের মধ্যে দাবী করা না হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ, দরখাস্তকারীর আবেদনক্রমে তাহাকে বা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করা হইবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ. ওয়াই. বি. আই. সিদ্দিকী
সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।